সিমুলিয়া (দর্জ্জিপাড়া) মিত্র-বংশের

কুল-বধূ।

গোলকগতা বিমলাসুন্দরী মিত্রের

স্মৃতি-পুজোৎসব উপলক্ষ্যে

বংশ-পরিচয় বিবরণী প্রচার।

২২এ বৈশাখ, মঙ্গলবার, সন ১৩৩৮, ইং ৫ই মে ১৯৩১।
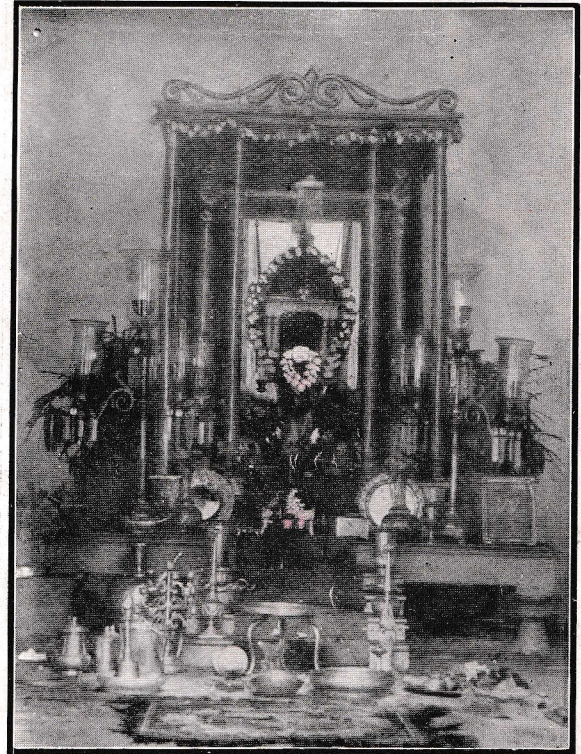
শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বর জিউর দোলযাত্রা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর জীউর দোল-যাত্রা

সিমুলিয়া (দর্জ্জিপাড়া) মিত্র-বংশ

২০১এ, নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রত আরম্ভ মঙ্গলবার, ২২এ ফাল্গুন, ১৩৩৪ সন। ব্রত উদ্‌যাপন—বুধবার, ২০এ ফাল্গুন সন ১৩৩৭ সাল নির্ব্বিঘ্নে মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। পুত্র, কন্যা, নাতিনীদিগের বিবাহ আদি শুভকার্য্য সুচারুরূপে সমাধা করাইয়া রবিবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ইংরাজী ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় একাদশী তিথিতে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিমলাসুন্দরী সজ্ঞানে মহাপ্রস্থান করেন।

এই ঘটনার এক মাস পরে আমার নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখা দিয়া স্বর্গীয়া বিমলাসুন্দরী এক প্রকাণ্ড বিষ্ণু-মন্দিরের সিঁড়িতে ফুলের মালা হাতে দণ্ডায়মানা থাকিয়া হাস্যমুখে আমাকে পরম পূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর জীউর দোল যাত্রা-ব্রত গ্রহণ ও উদ্‌যাপন করিতে অনুরোধ করেন।

পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণী শ্রীমতী কৃষ্ণমনোহারিণী
তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি উদ্দেশে
"দোল যাত্রা"—ব্রত গ্রহণ ও উদ্‌যাপন করেন।

সিমুলিয়া (দর্জ্জিপাড়া) মিত্র-বংশ।

১৯ পর্য্যায়—৺রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় (হাওড়া জেলার কোন্নগর গ্রামে ইং ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কর্ণ সুবর্ণ-(কাণাসোনা) নিবাসী জগৎ বসুর কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন।

কোন্নগরের পুরাতন ভিটা ত্যাগ করিয়া তিনি পরে এড়িয়াদহ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার ৪টী পুত্র ও ৪টী কন্যা। ১ম পুত্র ৺জগন্নাথ প্রসাদ—(তেকু মিত্র) কলিকাতা সিমুলিয়ায় বাস করেন। ২য় পুত্র ৺দুলাল চন্দ্র—এড়িয়াদহে বাস করেন। ৩য় পুত্র ৺কিশোর চন্দ্র—নৈহাটীতে বাস করেন। ৪র্থ পুত্র ৺বাসুদেব—পানিহাটীতে বাস করেন।

২০ পর্য্যায়—৺জগন্নাথ প্রসাদ এড়িয়াদহে ইং ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বেলিয়া নিবাসী শ্রীমুখ বসুর কন্যা সুধামুখীকে তিনি বিবাহ করেন। ৺জগন্নাথপ্রসাদ মিত্র মহাশয় এড়িয়াদহ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সুতানটীর সিমুলিয়া পল্লীতে ২২/ বিঘা জমী খরিদ করিয়া বাস করেন। ইনি সিমুলিয়া দর্জ্জিপাড়া মিত্র-বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৺জগন্নাথ প্রসাদ মহাশয়ের ৫টী পুত্র ও ৪টী কন্যা। ১ম পুত্র ৺কৃষ্ণকিঙ্কর সিমুলিয়ায়, ২য় পুত্র ৺হরিরাম রারকাটীতে, ৩য় পুত্র ৺খেলারাম বারাসতে বাস করেন, ৪র্থ পুত্র ৺বিজয়রাম, ৫ম পুত্র সীতারাম।

২১ পর্য্যায়—৺কৃষ্ণকিঙ্কর ইংরাজী ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সিমুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। কোন্নগর-নিবাসী ৺রামগোবিন্দ ঘোষের কন্যা জানকীকে তিনি বিবাহ করেন তাঁহার ৩টী পুত্র ও ৩টী কন্যা।

প্রথম পুত্র ৺আন্দিরামের (আনন্দীরাম বা আনন্দরাম) বাস-ভবন 'পুরাতন বাটী' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয় পুত্র ৺মনোহরের বাসভবন 'বড় বাটী' নামে খ্যাত ছিল।

তৃতীয় পুত্র ৺দুর্গাচরণের বাসভবনকে লোকে নূতন বলিয়া অভিহিত করিত।

২২ পর্য্যায়—১ ৺আন্দিরাম ইং ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কোন্নাগর-নিবাসী রাধাবল্লভ ঘোষের কন্যা অন্নপূর্ণাকে তিনি প্রথমে বিবাহ ও পরে শনজুর-নিবাসী ৺সন্তোষ সিংহের কন্যাকে

পাণিগ্রহণ করিয়া আদিরস করেন। তাঁহার ৩টী পুত্র ৪টী কন্যা। ১। বাঞ্ছারাম, ২। বৃন্দাবন, ৩। রামলোচন।

(২) ৺মনোহর ইং ১৬৯৩ খৃঃ সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন দশঘরা নিবাসী কন্দর্প বসুর কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার ৫টী পুত্র ১ম ৺নীলমণি মিত্র ২য় ৺গৌরীচরণ মিত্র, ৩য় ৺দেবীচরণ মিত্র, ৪র্থ ৺নন্দলাল মিত্র, ৫ম ৺গোপীনাথ মিত্র।

(৩) ৺দুর্গাচরণ ইং ১৭১০ খৃঃ সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন, কলিকাতা নিবাসী ৺হারানন্দ বসুর কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। ইং ১৭৮৭ খৃঃ ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গতঃ হয়েন। তাঁহার ৫টী পুত্র ৬টী কন্যা। ১ম পুত্র ৺রামতনু, ২য় ৺চন্দ্রশেখর, ৩য় পুত্র ৺শিবচন্দ্র, ৪র্থ পুত্র ৺বনমালী, ৫ম পুত্র ৺তারিণী।

৺দুর্গাচরণ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির, পাটনা আব্‌গারি মহলে একচেটে ব্যবসা করেন, তিনি তমলুকে নিমকের দাওয়ানী পান ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার কোর্ট জুয়েলার ছিলেন। কায়স্থ কুলীন-সমাজে নবরঙ্গ কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া কৌলীন্যের শীর্ষস্থান অধিকার করেন ও ২০শ ও ২১শ পর্য্যায়ের একযাই করেন। তাঁহার ভদ্রাসন বাটী ২২/ বিঘা কম বেশী জমি ও ৪টী পুষ্করিণী সহ সাত মহল বাটী। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্রেরা অত্যন্ত বাবু হইয়া পড়েন। বিষয়াদি মোটে দেখিতেন না। দুর্গাচরণের ষ্টেটের দাওয়ান ছিলেন ৺নয়ান চাঁদ দত্ত এই পল্লীতে তাঁহারই নামে এক রাস্তা রহিয়াছে। ৺দুর্গাচরণের পুত্রেরা এত অর্থ নষ্ট করিতে লাগিলেন যে ঋণের দায়ে সুপ্রিম কোর্ট হইতে কম বেশী ১১/ বিঘা জমী মায় ভদ্রাসন বাটী যাহা স্বোপার্জ্জিত ধনে দুর্গাচরণ নির্ম্মাণ করাইলেন নিলাম করা হয়। মাত্র ৫০০০৲ হাজার টাকায় মুর্শিদাবাদের দাওয়ান ৺কৃষ্ণকান্ত এই সম্পত্তি খরিদ করেন। ঐ বাটী উপস্থিত "দাওয়ান বাটী বা ৺যদুপণ্ডিতের বাঙ্গলা পাঠশালা বাটী নামে পরিচিত। সহধর্ম্মিণী যে সময় ঐ বাটী ঋণের দরুণ ক্রোক করা হয় দুর্গাচরণ সহধর্ম্মিণী তাঁহার দাওয়ান ৺নয়ানচাঁদ দত্তকে

ভদ্রাসন রক্ষা করিবার জন্য বহু জহরৎ অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে বলেন; কিন্তু ঐ সমস্ত অলঙ্কারাদির অস্তিত্ব লোপ পায়। শুনা যায়, কিছু কাল পরে তাঁহার বাটীতে ডাকাত পড়িয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া বহু মূল্যবান অলঙ্কারাদি লইয়া যায়। সম্প্রতি ঐ বাটী 'কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্টট্রষ্ট' প্রায় আট লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। জমী প্রায় ১১/ বিঘা মায় ইমারত। পুরাতন কাগজে পাওয়া গিয়াছে সাধক রামপ্রসাদ সেন ৺দুর্গাচরণের বাটীতে মুহরীর কার্য্য করিতেন তাহার লিখিত পাকা খাতায় "দেমা আমায় তবিলদারী" গানটী লেখাতে তাঁহার মনিব তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দিয়া মাসিক ৩০৲ হিসাবে মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ৺দুর্গাচরণের বংশে বর্ত্তমানে দুইটী নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কারণ তাঁহারা মাত্র বংশের মুখোজ্জ্বল করেন নাই, তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের রত্নবিশেষ ১। শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র মহাশয় ইং ১৯১৯ নাঃ ১৯২২ এপ্রেল পর্য্যন্ত একাউন্ট্যান্ট জেনারাল (পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ,) এবং ইং ১৯২২ নাঃ ১৯২৫ পর্য্যন্ত (অবসর গ্রহণকাল পর্য্যন্ত) একাউন্ট্যান্ট জেনারাল অফ বেঙ্গল ছিলেন। স্যার বি, এল, মিত্র, কেটি (ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র) বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারাল, পরে বড় লাটের কার্য্যকারী সভার আইন সভ্য (Law-member) পদে উন্নীত হইয়াছেন।

২৩ পর্য্যায়—নীলমণি ইং ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে সিমুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। পলাশির যুদ্ধ কালে নবাব আমলের লুটপাটের পর ১৭৫৭ খৃঃ সরকারি তরফে কমিশনার হন। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নেমক মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নবাব সাহেবদিগের কোর্ট জুয়েলার ছিলেন। জহরাদি উত্তমরূপে চিনিতেন ও এ সকল দ্রব্য খরিদ. বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। পৈতৃক বিষয় দ্বারা যেমন ৺দুর্গাচরণ স্বকৃত উপার্জ্জন দ্বারা নানা উপায়ে বিষয়াদি ক্রয় করেন, সেইরূপ নীলমণি নিজ উপার্জ্জিত অর্থে

সাতমহল বাটী, শিবমন্দির, অতিথিশালা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাকা ভাইপো ছু'জনের সুবৃহৎ ভদ্রাসন বাটী পাশাপাশিই ছিল। সোনাগাছিতে যে পির আছে উহার স্থান ছুর্গাচরণ সোনাগাছি সাহেবকে দান করেন। ঐ স্থান হইতে উপস্থিত অবিনাশ মিত্রের লেন আরম্ভ, ইহার ভিটায় ৺জগন্নাথ প্রসাদের জমী সমেত। নীলমণির ভদ্রাসন জমী 'উড়েপাড়া', ৺ক্ষেত্রমোহন বসুর বাটী, ৺সরলচাঁদ মিত্রের জমী ও শ্রীযুক্ত কমলেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র উপস্থিত যথায় নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেটীও এ ভদ্রাসন বাটীর মধ্যস্থ ছিল। নীলমণির এমন আমীরীচাল ছিল যে, পাইখানায় রূপার গাড়ু ব্যবহার করিতেন। জোড়াসাঁকোর শান্তিরাম সিংহ মহাশয় তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁহারই পুত্র ৺কালিপ্রসন্ন সিংহ যিনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া প্রসিদ্ধ ৺শান্তিরাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা বারাণসী ঘোষ মহাশয় তাঁহার এষ্টেটের একজিকিউটার হ'ন, অনেক অর্থ গোলমাল করেন। পুত্র সাবালক হইয়া কোর্টে নালিশ করেন এবং নীলমণিকে কোর্টে সাক্ষ্য মানেন। তিনি কোর্টে যাইতে নারাজ হন, জামাতা ও পুত্র উভয়ের অনুরোধ না রাখিয়া, তিনি নৌকা যোগে ৺কাশীধামে চলিয়া যান। উপর্য্যুপরি চারিবার কোর্ট হইতে পরোয়ানা জারি করে, কোর্টে হাজির না হওয়াতে কোম্পানী তাঁহার সমস্ত বিষয় বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়। নীলমণি প্রথমে পানিহাটী নিবাসী কন্দর্প ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পরে বাজিৎপুর নিবাসী হরিনারায়ণ ভঞ্জের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া আদিরস করেন। ইং ১৭৯৩ খৃঃ ৺কাশীধামে ৭০ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ছুই স্ত্রী স্বইচ্ছায় হাস্য মুখে সহমরণ উদ্দেশে একচিতায় প্রাণ উৎসর্গ করেন। নীলমণির ১টি পুত্র ৫টি কন্যা। পুত্র ৺কাশীপ্রসাদ মিত্র।

২৪ পর্য্যায়—কাশীপ্রসাদ ইং ১৭৬২ খৃঃ সিমুলিয়ায় পিত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। কুমিরিয়া-নিবাসী ৺রামনিধি ঘোষের কন্যা

ভাগ্যবতীকে তিনি বিবাহ করেন ও ৪৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী ভাগ্যবতী বাং ১৮৫১ সালে ৺কাশীধামে দেহ রক্ষা করেন। কাশীপ্রসাদের ৩ পুত্র ও ১ কন্যা ১ম পুত্র ৺প্রাণকৃষ্ণ, ২য় পুত্র৺রাধাকৃষ্ণ ও ৩য় পুত্র ৺রসিককৃষ্ণ ৺কাশীপ্রসাদ মিত্র মহাশয় অধোমুখে লালিত পালিত হইয়া যখন পুনরায় ৺জগন্নাথ প্রসাদ মিত্রের পুরাতন ভিটার পুকুর পারে বাস করিতেছিলেন তাঁহার স্ত্রী ভাগ্যবতী দাসী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন, অতি যত্নের সহিত তিনটী পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন, সময় সময় এমন দিন গিয়াছে নিজে পেটে না খাইয়া পুত্র তিনটীকে কোন রকমে মানুষ করেন, কখনও কাহার নিকট হাত পাতেন নাই। তাঁহার খোঁজ খবর ৺বেণীপ্রসাদ মিত্র মহাশয় লইতেন। ছেলে তিনটিকে অতিকষ্টে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন, ছেলে ছুইটী বড় হইলে মেজ পুত্রের ৺রাধাকৃষ্ণ মিত্রের বিবাহ ৺রামছুলাল সরকার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা বিমলা সুন্দরীর সহিত ৺বেণীপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের উৎসাহে বিবাহ দেন।

২৪ পর্য্যায়—৺প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের ইং ১৭৮৫ খৃঃ সিমুলিয়ায় জন্ম হয়—নিঃসন্তান, শানপুর নিবাসী রঘুনাথ ঘোষের কন্যা দিগম্বরীকে বিবাহ করেন।

২৫ পর্য্যায়—৺প্রাণকৃষ্ণ ৭ বৎসর বয়সে কালীপূজা করিবেন মনস্থ করেন, কিন্তু পূজায়োজনের অর্থ কোথায়? বালক নিজ গর্ভধারিণী শ্রীমতী ভাগ্যবতীকে নিজের বাসনা জানাইয়া বলিল মা পাড়ায় পাড়ায় ৪ বাড়ীতে ৺মাতার পূজা হচ্ছে আমিও পূজা করিব। ভাগ্যবতী চোখের জলে উত্তর দিলেন। কিন্তু বালক বাটীর সম্মুখে যে বৃহৎ ডালিম গাছ ছিল তাহার তলার মাটী লইয়া নিজ হস্তে বাম পদ বাড়ান কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল ও পাড়া হইতে ৭টী টাকা চাঁদা করিয়া ব্রাহ্মণ দিয়া এ মূর্ত্তির পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইল। ঐ বালকের একান্ত ভক্তিতে ৺মাতা প্রসন্না হইলেন এবং তদবধি মিত্রবংশে ৺বামাকালী মূর্ত্তি

পুজিতা হইতেছেন। ইং ১৭৯২ খৃঃ হইতে এই পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৺রাধাকৃষ্ণ ইং ১৭৯০ খৃঃ ৺কাশীধামে ভূমিষ্ঠ হন। ইং ১৮০৩খৃঃ সিমুলিয়া নিবাসী ৺রামতুলাল (দেব) সরকারের প্রথমা কন্যা বিমলা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। রামতুলালের ২টী পুত্র ও ৬টী কন্যা। ১। ৺আশুতোষ 'ছাতুবাবু' ও ২য় ৺প্রমথনাথ 'লাটুবাবু' ১ কন্যা বিমলা, ২য় নিমধন, ৩য় তারিণী, ৪র্থ শঙ্করী, ৫ম জগৎমণি, ৬ষ্ঠ থাকমণি। রামতুলাল ৫টী কন্যার বিবাহে প্রত্যেককে ভূ-সম্পত্তি ও নগদ ৪০০০০৲ হাজার টাকা দেন। রামতুলালের ফেয়ার্লি ফারগুসন কোং আফিসে সমস্ত কার্য্য রাধাকৃষ্ণ দেখা শুনা করিতেন। রামতুলালের দেহত্যাগের পর তাঁহার দুই পুত্রের সহিত মতভেদ হওয়াতে ঐ ফেয়ার্লি ফার্গুসন কোংর মোকদ্দমা হয়। সেই জন্য ৺রাধাকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় বিবাহের যৌতুকের ৪০০০০৲ হাজার টাকার প্রাপ্ত জমীর মূল্য ফেরৎ দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লিখিয়া লন। ইং ১৮৩৯খৃঃ রাধাকৃষ্ণ রাজকৃষ্ণ মিত্র এণ্ড কোম্পানী নাম দিয়া মুচ্ছুদ্দিগিরির (Banian) আফিস করেন, এমেরিকার বোস্‌টন্ সহরে, আর, সি, মেকী সাহেবের সহিত মূলধন ৫০০০৲ টাকা লইয়া প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করেন।

রসিককৃষ্ণ ইং ১৭৯৩খৃঃ জন্ম সিমুলিয়ায়। রামবাগান নিবাসী রসময় দত্তের পুত্র নীলমণি দত্তের কন্যা ব্রহ্মময়ীকে বিবাহ করেন। তাঁহার ১টী মাত্র কন্যা গোবিন্দময়ী।

২৫শ পর্য্যায়—রাধাকৃষ্ণের ৬টী পুত্র ৩টী কন্যা—১ম পুত্র জয়কৃষ্ণ, ২য় পুত্র রাজকৃষ্ণ, ৩য় পুত্র নবীনকৃষ্ণ, ৪র্থ পুত্র গোপালকৃষ্ণ, ৫ম পুত্র জীবনকৃষ্ণ, ৬ষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, ১মা কন্যা পার্ব্বতী, ২য়া কন্যা উমাময়ী, ৩য়া কন্যা প্রসন্নময়ী। রাধাকৃষ্ণ ১৯নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটের ভদ্রাসন বাটী ইং ১৮১০খৃঃ বাং ১২১৭ সনে তৈয়ারী করেন। ঐ বাটীর ৺ঠাকুরদালান প্রতিষ্ঠা ইং ১৮০৯ বাং ১২২৬ সাল ও শারদীয়া ও শ্যামা পূজা হয়। দালান উৎসর্গ খরচ ৪৭৷৶১৫, ৺শারদীয়া পূজা খরচ ১৭৬১৲, শ্যামাপূজার খরচ ১২৩৮০।

২৬শ পর্য্যায়—জয়কৃষ্ণের জন্ম ইং ১৮০৮ খৃঃ। খানাকুলের শ্রীজন্মেজয় বসুর কন্যা জগদম্বার সহিত ইং ১৮২০ খৃঃ বিবাহ হয়। নিঃসন্তান। জগদম্বার ১৯শে ডিসেম্বর ১৯০৭ খৃঃ দেহত্যাগ হয়।

রাজকৃষ্ণের ইং ১৮১১ খৃঃ জন্ম হয়। প্রথম বিবাহ ইং ১৮২০ খৃঃ গোপীনগর বল্লভ বসুর কন্যা। ১ম পুত্রের সুতিকা গৃহে মৃত্যু হয়। ২য়া কন্যা কাদম্বিনীকে শোভাবাজারের কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বিবাহ করেন।

২য়া স্ত্রী আহীরীটোলার ৺হরনাথ বসুর কন্যা চন্দ্রমণি। বিবাহ ১৮৩০খৃঃ কন্যা সৌদামিনী নড়াইল রতন বাবুর (রামরতন রায়) বাটীতে বিবাহ হয়।

তৃতীয়া স্ত্রী বাগবাজার ৺রামমোহন বসুর কন্যা দিনমণি। বিবাহ ১৮৩৭ খৃঃ। পুত্র উপেন্দ্রকৃষ্ণ ১০ মাস জীবিত ছিলেন ইং ১৮৪০ খৃঃ, বিনয়কৃষ্ণ ৫ বৎসর জীবিত ছিলেন ১৮৪২ খৃঃ।

চতুর্থী স্ত্রী কাঁসারি পাড়ার ৺শ্যামলাল সেনের কন্যা "অভয়া সৌদামিনী" ১৮৪৩ খৃঃ এই বিবাহ হয়। প্রথমা কন্যা নিস্তারিণী ইং ১৮৪৭ খৃঃ, দ্বিতীয়া কন্যা কৃষ্ণমোহিনী ইং ১৮৫৩ খৃঃ। তৃতীয়া কন্যা অপর্ণা জন্ম ইং ১৮৫৫ খৃঃ বাবুটীয়া ৺কালিপ্রসন্ন ঘোষের সহিত পরিণীতা। চতুর্থী কন্যা প্রমদা পটলডাঙ্গা মল্লিক বাটী জন্ম ইং ১৮৫৮ খৃঃ ৫মা গিরিজা পরিণীতা কবিল পাড়া ৺ব্রজলাল বসুর সহিত। জন্ম ইং ১৮৬১ খৃঃ। ৬ষ্ঠ পুত্র ৺অমরকৃষ্ণ ইং ১৮৬৩ খৃঃ ৭ম কন্যা নামকরণের পূর্ব্বে মৃত। ৮ম কন্যা কৈলাসবালা ৬ মাস মাত্র জীবিত। ৯ম কন্যা বিরজ ৭ মাস জীবিত।

৺রাজকৃষ্ণ ভ্রাতৃগণকে লইয়া নিজের উদ্যমে আফিসের মুচ্ছুদ্দি হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। কলিকাতায় তাঁহার নাম আজ পর্য্যন্ত জাগ্রত রহিয়াছে। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ও পূজা-পার্ব্বণাদিতে তিনি নৈষ্ঠিক (গোঁড়া) হিন্দু বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি নিজ পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতুষ্পুত্র কুমারকৃষ্ণ ও কুমুদকৃষ্ণকে বেশী

ভাল বাসিতেন। বহুতর জমিদারী, ভাড়াটীয়া বাটী, বাগানবাটী খালি জমী পরিমাণে স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্রয় করেন। সহরের ধনীদিগের মধ্যে তিনিও একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন ও সমাজের একজন নেতা ছিলেন। তাঁহার চতুর্থ পক্ষের তৃতীয়া কন্যা অপর্ণা মহাভাগ্যবতী ছিলেন, ইঁহার জন্মের পর হইতেই পিতার অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। ইঁহার বিবাহের পর স্বামী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় স্বোপার্জ্জিত অর্থে কোটীপতি হইয়াছিলেন।

৺নবীনকৃষ্ণ জন্ম ইং ১৮১৪ খৃঃ বিবাহ হয় নাই।

৺গোপালকৃষ্ণ জন্ম ইং ১৮১৯ খৃঃ। প্রথমে শ্যামবাজারস্থ শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ ঘোষের কন্যা কালীকৃষ্ণাকে ১৮৩৩ খৃঃ পরে পায়রা-গাছি ৺শ্রীঠাকুর দাস ঘোষের কন্যা অন্নপূর্ণাকে বিবাহ করেন। কাশীধামে ২৫ এপ্রিল ১৯১৫ খৃঃ অন্নপূর্ণার দেহত্যাগ হয়। প্রথম পক্ষে কালীকৃষ্ণার গর্ভজাত ১টী মাত্র পুত্র ৺গোপালকৃষ্ণ।

অপূর্ব্বকৃষ্ণের জন্ম ইং ১৮৪০ খৃঃ। দেঁতোকুমিয়া ৺মহেশচন্দ্র ঘোষের কন্যা জগৎমোহিনীর সহিত ১২৫৪ সনে বিবাহ হয়। অপূর্ব্বকৃষ্ণ ইং ২১শে এপ্রেল ১৮৫১ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। জগৎ-মোহিনীর দেহত্যাগ হয় ১৮ই কার্ত্তিক ১৩১৬ সাল। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

জীবনকৃষ্ণের জন্ম ইং ১৮২০ খৃঃ বিবাহ বাহির সিমুলিয়া শিবনারায়ণ দাসের কন্যা চন্দ্রাবলী ওরফে কালীকুমারীর সহিত। ২টী পুত্র কুমারকৃষ্ণ, কুমুদকৃষ্ণ। বাং ৯ই অগ্রহায়ণ ইং ১৮৩৭ সন নিরুদ্দেশ বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ। বাং ৩০শে কার্ত্তিক ১২৫৪ সালে সোমবার, ইংরাজী ১৫ই নবেম্বর ১৮৪৭ খৃঃ কার্ত্তিকী সপ্তমী জগদ্ধাত্রী পূজার পূর্ব্বে ঠাকুর সাজাইতে সাজাইতে চলিয়া যান। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমারকৃষ্ণ ২রা ফাল্গুন ১২৭৭ বঙ্গাব্দে ইং ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ খৃঃ কুশপুত্তলী দাহ করিয়া শ্রাদ্ধ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ জন্ম ইং ১৮২৪ খৃঃ। বিবাহ প্রথমবার আড়বেলে শ্রীরামগতির কন্যা, দ্বিতীয়বার ভবানীপুর ৺মথুরানাথ বসুর কন্যা শ্যামাসুন্দরী ২১শে ফাল্গুন, ইং ১৮৪৩ খৃঃ। ইঁহার সন্তানাদি হয় নাই।

অমরকৃষ্ণ মিত্র জন্ম ইং ১৮৬৩ খৃঃ। বাঘুটীয়ার নীলকমল ঘোষের কন্যা শশীমুখীকে ইং ১৮৬৮ খৃঃ বিবাহ করেন। তিনি অতিশয় শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। জমিদারী পরিচালনায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কোনরূপ আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। কৌলীন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তিনি চতুরঙ্গ কুল করেন। তাঁহার ২টী পুত্রের বিবাহে পত্রাদির সময় বহু কুলীন বিদায় করেন। সামাজিক ও ও ব্রাহ্মণ বিদায় করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করেন। তাহার ৫ পুত্র ৭ কন্যা শ্রীগণেন্দ্রকৃষ্ণ জন্ম ১৮৮০; রায়েরকাটী নিবাসী ব্রজলাল বসুর কন্যা শ্রীমতী সুকুমারীকে বিবাহ করেন। শ্রীমানবেন্দ্র কৃষ্ণ জন্ম ১৮৮৩ খৃঃ সালিখা নিবাসী অতুলকৃষ্ণ ঘোষের কন্যা শ্রীমতী তরুবালাকে বিবাহ করেন। দীনেন্দ্রকৃষ্ণ জন্ম ইং ১৮৮৭ খৃঃ পটলডাঙ্গা নিবাসী চারুচন্দ্র বসু মল্লিকের কন্যা শ্রীমতী দুর্গাবতীকে বিবাহ করেন। শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ জন্ম ইং ১৮৯২ খৃঃ, বাগবাজার নিবাসী রামকৃষ্ণ বসুর কন্যা মঞ্জুলালীকে বিবাহ করেন।

শ্রীজিতেন্দ্রকৃষ্ণ জন্ম ১৮৯৫ খৃঃ নয়ানচাঁদ দত্তর ষ্ট্রীট নিবাসী রায়বাহাদুর বিপিনচন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীকে বিবাহ করেন।

১ কন্যা, ২ কন্যা প্রমদা, ৩ কন্যা অন্নদা, ৪ কন্যা বিনোদিনী, ৫ কন্যা হেমন্তকুমারী ৬ কন্যা, ৭ কন্যা নির্ম্মলা। (কন্যা প্রমদা, অন্নদা, নির্ম্মলা)

২৭ পর্য্যায়—কুমুদকৃষ্ণের জন্ম ইংরাজী ১৮৪৪খৃঃ। জোড়া-বাগানস্থ শিবনারায়ণ ঘোষের কন্যা কাত্যায়নীকে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠতাত রাজকৃষ্ণ মহাশয় এই বিবাহের 'পত্রে' কুলীন বিদায়, সামাজিক দান ও ব্রাহ্মণ বিদায় আড়ম্বরের সহিত করিয়া বহু

অর্থ ব্যয় করেন। কুমুদকৃষ্ণ 'লোরেন কিং কোম্পানী' ও 'ফিসার' কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। ৩নং ওয়ার্ডের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। অট্টালিকা নির্ম্মাণ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। স্পষ্টবাদী ও কড়া মেজাজী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। ৫টী পুত্র ও ৬টী কন্যা। দেবেন্দ্রকৃষ্ণ জন্ম ইং ১৮৬৪ খৃঃ। প্রথমে শ্যামবাজার নিবাসী ত্রৈলোক্যনাথ বসুর কন্যা কুসুমকুমারীকে ও দ্বিতীয় বারে চোরবাগান নিবাসী ভুবনমোহন সরকারের কন্যা সরলাকে বিবাহ করেন। পুরেন্দ্র কৃষ্ণের জন্ম ইং ১৮৬৬ খৃঃ। পটলডাঙ্গা নিবাসী দ্বারিকানাথ বসু মল্লিকের কন্যা তরঙ্গিনীকে বিবাহ করেন। শ্রীকমলেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ইং ১৮৭১ খৃঃ, বাগবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র সরকারের কন্যা শ্রীমতী নলিনীবালাকে বিবাহ করেন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ইং ১৮৭৩ খৃঃ, পটলডাঙ্গা নিবাসী গিরীন্দ্রনাথ বসুর কন্যা শ্রীমতী সরোজিনীকে বিবাহ করেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ইং ১৮৭৯ খৃঃ, ভবানীপুর নিবাসী উপেন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। কন্যা—প্রিয়ম্বদা, খঞ্জনা, ঘোরাঙ্গিনী, সারদা, নলিনী, প্রভাবতী। কুমারকৃষ্ণের জন্ম ইং ১৮৪২ খৃঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার প্রথমে বরাহনগর নিবাসী জয়গোপাল বসুর কন্যা কৃষ্ণকাদম্বিনীর সহিত ইং ১৮৪৮ খৃঃ বাং ১২৫৪ সনে বিবাহ হয়। কুলমর্য্যাদা হিসাবে বিবাহের পণ নগদ ৮০০৲ টাকা তখন তাঁহার বয়স ৬ বৎসর মাত্র। কুমারকৃষ্ণের আকৃতি অত্যন্ত সুন্দর ছিল, কি গঠনসৌষ্ঠবে, কি বর্ণ সৌন্দর্য্যে। তিনি অতি ধীর প্রকৃতি ও মিষ্টভাষী ছিলেন। দয়া দাক্ষিণ্যাদি নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, শৈশবকাল হইতে সদাসর্ব্বদাই নিজের নিকটে রাখিতেন ও সুশিক্ষা দিতেন। তাঁহার হাতের লেখা দেখিতে মুক্তার মত ছিল। জমিদারী হিসাব-নিকাশ খুব ভাল বুঝিতেন, জাঁক্‌জমক্, আদব্-কায়দা, বড়মানুষী পছন্দ

করিতেন। তিনি অতি লোক-প্রিয় ছিলেন। সঙ্গীত চর্চ্চায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত খুব বড় মানুষী চালে কাটাইয়া গিয়াছেন।

৺কৃষ্ণকাদম্বিনী দেহত্যাগ করেন ইং ২৯ মার্চ্চ শনিবার ১৮৭৩খৃঃ তাঁহার গর্ভে ৩টী পুত্র ৩টী কন্যা। ১। কন্যা ৩ মাসে মৃত, ২। পুত্র ভুবনকৃষ্ণ ৩। কন্যা অল্প বয়সে মৃত, ৪। পুত্র অল্প বয়সে মৃত। ৫। কন্যা হেমাঙ্গিনী (চনু) ৬ষ্ঠ পুত্র অল্প বয়সে মৃত। ৭। কন্যা অল্প বয়সে মৃত।

২৮ পর্য্যায়—ভুবনকৃষ্ণের জন্ম ইং ১৮৬৩ খৃঃ। ১৫ বৎসর বয়সে খানাকুল নিবাসী ক্ষেত্রমোহন বসুকে ৫০১৲ টাকা পণ দিয়া তাঁহার কন্যাকে বিপিনবিহারী বিবাহ করেন। তাঁহার ৩টী কন্যা ১। লীলাবতী জন্ম ইং ১৮৯২ খৃঃ, ১৭ই মার্চ্চ ১৮৯২ মৃত। দুর্গাবতী জন্ম, ১৮৯৩ খৃঃ। বিন্দুবাসিনী জন্ম, ইং ১৮৯৬ সন। দুর্গাবতীর বারুইপুরের কেদারনাথ চৌধুরীর পুত্র প্রমথনাথ চৌধুরীর সহিত বিবাহ হয় ভুবনকৃষ্ণ মিত্র ২২শে বৈশাখ ১২৮৫ বিবাহ হয় ইং ২৭শে অক্টোবর ১৯১৯ খৃঃ দেহত্যাগ। ভুবনকৃষ্ণ সুট নম্বর ৬৩ অফ্ ১৮৯৬ অমরকৃষ্ণ মিত্র ভারসাস অভয়া দাসী হাইকোর্টে ফাইল করেন। ইং ২৩শে জুন ১৮৯৯ সালে আপোসে কোর্ট হইতে নিষ্পত্তি হয়, বঙ্গাব্দ ৬ই শ্রাবণ শুক্রবার ১৩০৬। ১৯নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট বাটী ত্যাগ করিয়া শ্রীমতী মাতা-ঠাকুরাণী ও ৪ ভ্রাতায় ২০নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট বাটীতে গৃহ-প্রবেশ করেন। ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩০৬ সালে ভুবনকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় পৃথক হইয়া ৩৩নং কালিপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীটের আমাদের এক ভাড়াটিয়া বাটীতে গৃহ প্রবেশ করেন। কিছুদিন বাদে ঐ বাটী রামচন্দ্র গুপ্তকে ৩৬০০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া কিছু দিন বাটি ভাড়া করিয়া কাটান। ইং ২৫শে এপ্রিল ১৯১৫ খৃঃ শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেহত্যাগ করিলে পর ২১শে ডিসেম্বর ১৯১৫ খৃঃ পৈতৃক ভিটায় আসিয়া বাস করেন। তিনি কবিতা ও নাটকাদি

রচনা করিতে পারিতেন। কয়েকখানি নাটক ও কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাহিত্য চর্চ্চায় বিশেষ মনেযোগী ছিলেন।

হেমাঙ্গিনী ওরফে "চনু" জন্ম, ইং ৭ই আগষ্ট ১৮৬৯ খৃঃ খানাকুল কৃষ্ণনগরের রমানাথ বসু সর্ব্বাধিকারিকে ১০০১৲ টাকা পণ দিয়া তাঁহার পুত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু সর্ব্বাধিকারীর সহিত বিবাহ দেন। বিবাহকালে পাত্রের বয়স ১১ বৎসর ও পাত্রীর বয়স ৬ মাস মাত্র। পীঁড়ায় শুয়াইয়া বিবাহ হয়। কায়স্থ কুলীন সমাজে ইনি প্রধান কুলীন বলিয়া কুমারকৃষ্ণ এই কার্য্য করেন। তাহার ৭টি পুত্র ১টি কন্যা ১। ভুপেন্দ্রনাথ জন্ম ১৮৮৩ খৃঃ। ২। ধীরেন্দ্রনাথ জন্ম ১৯এ আশ্বিন ১২৯৩ সন। ৩। ১২৬৫ সালে মৃত। ৪। ১২৯৭ সালে মৃত। ৫। ১২৯৮ সালে মৃত। ৬। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ জন্ম ২২এ বৈশাখ ১৩০৭ সাল। ৭। সত্যেন্দ্রনাথ জন্ম বাং ১৯এ বৈশাখ ১৩১৯ সাল। ৮। কন্যা শ্রীমতী তরুবালা দাসীর জন্ম বাং ২৩এ পৌষ ১৩০৬।

কুমারকৃষ্ণ মিত্র দ্বিতীয় বার শোভাবাজার রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণমনো-হারিণীকে ইং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন। ৯ই বৈশাখ বাং ১২৬৯ কৃষ্ণমনোহারিণীর জন্ম কুমারকৃষ্ণের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ৪টী, কন্যা ১টি। প্রথম পুত্র অল্প বয়সে মৃত। ২। শ্রীমহিমেন্দ্রকৃষ্ণ জন্ম ২৭এ আশ্বিন, ১২৮৩ সাল, ইং ১২ই অক্টোবর ১৮৭৬ খৃঃ, বৃহস্পতিবার। খড়দহ নিবাসী জমীদার ৺কেদারনাথ বিশ্বাসের দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয়া কন্যা বিমলাসুন্দরীর সহিত বিবাহ হয়, বিমলা সুন্দরীর জন্ম শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে ইং ১৮৮৩ খৃঃ ১৫ই মে বাং ২রা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১২৯০ সাল। শুভ বিবাহ হয় পরেশনাথের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে আমাদিগের হালসীর বাগানের বাগান বাটিতে ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩ খৃঃ, বাং ৩রা ফাল্গুন, সোমবার ১২৯৯ সালে। বিমলাসুন্দরী রবিবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সালে ইং ৪ঠা

ডিসেম্বর ১৯২৭ খৃঃ রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় একাদশী তিথিতে তাঁহার স্বামীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া সজ্ঞানে মহাপ্রস্থান করেন।

১। প্রথমা কন্যা শ্রীমতী চারুশীলার বাং ২৬এ শ্রাবণ ১৩০২ শনিবার, গোয়াবাগানের মাতুলালয়ে জন্ম। বাং ১০ই বৈশাখ, ১৩১৪, মঙ্গলবার, বহুবাজার গোবিন্দ সরকার লেনস্থ ৺মন্মথনাথ দে সরকারের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুরেশ্বরের সহিত বিবাহ হয়। চারুশীলা বাং ৮ই আশ্বিন ১৩২৪ সোমবার রাত্রি ৯টা ৩০ মিনিটে ২০নংনীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট বাটিতে দেহত্যাগ করে। তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের (ওরফে "দুর্গাদাস") জন্ম ১লা বৈশাখ, ১৩১৮, শুক্রবার মাতুলালয়ে। দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী যোগমায়ার জন্ম বাং ১৮ই চৈত্র ১৩১৯ মাতুলালয়ে। ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ শনিবার রাত্রি ৯টা ৩০ মিনিটের সময় মাতুলালয়ে দেহ-ত্যাগ করে। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথ ১৭ই আশ্বিন ১৩২১ সালে জন্ম।

২। শ্রীমতী মৃণ্ময়ী "ওরফে ফুগ্‌লুরাণীর" জন্ম রবিবার ১৫ই আশ্বিন ১৩০৬ সালে মাতুলালয়ে। বাং ২০এ মাঘ ১৩১৭ সাল গণেশচতুর্থীতে বাগবাজার ১নং লক্ষ্মীদত্ত লেনস্থ ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীলালমোহনের সহিত বিবাহ হয়। তাহার ১টি মাত্র কন্যা শ্রীমতী শিবগৌরীর ওরফে আভারাণীর ১লা অগ্রহায়ণ ১৩২১ সালে, ২০নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ মাতুলালয়ে জন্ম হয়। তাহার শুভ বিবাহ ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সাল শুক্রবার, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটস্থ ডাক্তার ৺অতুলচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার শ্রীদেবীপদ বসুর সহিত। তাহার প্রথম পুত্র বিজয়া দশমীর দিন বাং ১৯এ আশ্বিন ১৩৩৪ সাল জন্ম হয়। ইহাই শ্রীমতী বিমলাসুন্দরীর জীবনের শেষ আনন্দ। শ্রীমতী মৃন্ময়ী ওরফে ফুগ্‌লুরাণী মধুপুরের ৺'লক্ষ্মী-নিবাস বাগান বাটীতে ১৮ই চৈত্র ১৩২২ সাল মহাবারুণী চৈত্র ত্রয়োদশী তিথিতে বেলা

৫টা ৩০ মিনিটে (শ্বশুরালয়ে) দেহত্যাগ করে। শ্রীমতী বিমলা সুন্দরী এই প্রথম শোক পান। ঐ সময়ে আমরা উভয়ে মধুপুরে লক্ষ্মীনিবাসে উপস্থিত ছিলাম।

২৯ পর্য্যায়—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ (প্রথম নবকুমার) বাং ১৭ই বৈশাখ ১৩০৮ সালে মঙ্গলবারে জন্ম। শুভবিবাহ খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী কুলীনবর সরোজকুমার বসুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মহামায়ার সহিত ১লা ফাল্গুন ১৩৩১ শুক্রবার। ঐ বিবাহে আমাকে পণ দিয়া আনিতে হয় নাই। মহাসমারোহে এই বিবাহ-যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, কয়েকদিন উৎসব চলে এবং বহু সংখ্যক আত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবগণের সেবা হয়। পূর্ণেন্দ্র বিবাহের পূর্ব্ব হইতে পিওনো কোম্পানীর ব্যাঙ্কে চাকরী করিত, বেতনের অর্থ সমস্ত দানেই ব্যয় করিত। তাহার অনন্যসাধারণ মাতৃভক্তি ছিল। তাহার প্রথমা কন্যা সুভারাণীর জন্ম ৮ই আশ্বিন, ১৩৩৩ শনিবার, দ্বিতীয় কন্যা নিভারাণীর জন্ম ১৯এ ভাদ্র ১৩৩৫ সাল মঙ্গলবার। পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ বাং ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৫ সাল রাত্রি ৪টা ১০ মিনিটে দেহত্যাগ করেন।

২। শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম বাং ৩রা ভাদ্র, ১৩১১, শুক্রবার। শুভ বিবাহ, বাং ৭ই বৈশাখ ১৩৩২ সাল, সোমবার, প্রসিদ্ধ হাটখোলার দত্তবাটীর ৺প্রকাশচন্দ্র দত্তের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নীলিমার সহিত। তাহার প্রথমা নবকুমারী মীরারাণীর জন্ম—বাং ১৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৩ সাল ইং ২রা নভেম্বর ১৯২৯ সাল শনিবার। দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম—বাং ৯ই ভাদ্র, ১৩৩৭, মঙ্গলবার।

তৃতীয়া কন্যা—শ্রীমতী মলিনাবালার ওরফে নন্দরাণীর জন্ম বাং ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩১২, সোমবার। শুভবিবাহ—বাং ২৪এ শ্রাবণ, ১৩২৫, শুক্রবার, ৫নং মনোমোহন বসুর লেনস্থ শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথের সহিত। তাহার প্রথম পুত্র শ্রীসুশীলকুমারের জন্ম বাং ১৬ই মাঘ,

১৩২৮ সোমবার, মাতুলালয়ে। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীসুধীরকুমারের জন্ম—বাং ৯ই মাঘ, ১৩৩৬ সাল বুধবার। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উমারাণীর জন্ম—বাং ১৯শে চৈত্র, ১৩১৭ সাল, রবিবার। শুভ-বিবাহ—১০নং শ্রীনাথ দাসের লেন শ্রীযুক্ত উদয়কুমার দাসের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুনীলকুমারের সহিত বাং ৪ঠা আষাঢ় ১৩৩০ সাল, মঙ্গলবার। তাহার প্রথম নবকুমার শ্রীরবিনকুমার ওরফে "সাহেব বাবু" বাং ৭ই শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল, বুধবার। দ্বিতীয় পুত্র বাং ১৫ই কার্ত্তিক ১৩৩৫ সাল, বৃহস্পতিবারে সূতিকাগৃহে দেহ-ত্যাগ। তৃতীয় সন্তান কন্যা জন্ম বাং ২৮এ মাঘ ১৩৩৬ সাল মঙ্গলবার। নামকরণ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত অনিমেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ইং ২৫এ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, ১৮৭৯ খৃঃ। শুভবিবাহ—বাং ১৬ই মাঘ, ১৩০৪ সাল নড়ালের প্রসিদ্ধ জমিদার ৺ভূপেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা শ্রীমতী কনকমালার সহিত। ইহাদের ১। কন্যা শ্রীমতী মহামায়ার জন্ম ইং ২৮এ এপ্রেল ১৯০১ সাল, রবিবার।* ২। পুত্র শ্রীমান্ প্রবোধেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ইং ১৪ মে, ১৯০৫ সাল। ৩। কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দাসীর জন্ম ইং ৩০এ সেপ্টেম্বর ১৯০৬ রবিবার। ৪। পুত্র হীরেন্দ্রকৃষ্ণ জন্ম ইং ২৭এ জুলাই ১৯০৮ খৃঃ। শ্রীমতী শৈলবালার শুভবিবাহ বীডন ষ্ট্রীট নিবাসী ৺ত্রিপথনাথ দেবের পুত্র শ্রীমান্ সরোজেন্দ্রনাথের সহিত বাং ২৪এ ফাল্গুন ১৩২৪ সাল শুক্রবার। তাহার ১। পুত্র চিদানন্দ দেব জন্ম বাং ৯ই পৌষ ১৩৩০ সাল। ২। কন্যা শ্রীমতী চম্পকলতা ৩। কন্যা। ৪। কন্যা।

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র। জন্ম ইং ২৯এ মে, ১৮৮৩ খৃঃ, মঙ্গলবার বাং ১২৯০ শুভবিবাহ পাথুরিয়াঘাটার জমিদার ৺রমানাথ ঘোষের কন্যা শ্রীমতী নবকুমারীর সহিত বাং ৯ই ফাল্গুন ১৩১০ সালে। তাহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী অংশুমালার জন্ম ইং ৭ই মার্চ্চ, ১৯০৮ খৃঃ শনিবার। প্রথম পুত্র শ্রীমান্ মনুজেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ইং ৩০এ এপ্রিল ১৯০৯ খৃঃ শুক্রবার। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্

রাজেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ইং ৩রা নভেম্বর ১৯১০ খৃঃ বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া কন্যা ইং ২০এ মার্চ্চ ১৯২২ সন—নামকরণ হয় নাই—মৃত। তৃতায় পুত্র শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ইং ১৯এ জুন, ১৯১৩ খৃঃ মৃত। তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী মনোরমার জন্ম ইং ২২এ মে ১৯১৫ খৃঃ। চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ইং ৬ই নভেম্বর ১৯১৭ খৃঃ মঙ্গলবার। এই চতুর্থ পুত্রকে ৺বলরাম বসুর পৌত্রী শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা সুতিকা গৃহ হইতে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, ইং ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯ সালে বৃহস্পতি-বার দিন দত্তক গ্রহণ কার্য্য সমাধা হয়। গোপেন্দ্রকৃষ্ণের কন্যা শ্রীমতী অংশুমালা শুভবিবাহ কটক নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বসুর পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বসুর সহিত ইং ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ খৃঃ হয়। তাহার প্রথম পুত্র নষ্ট হয় জুলাই ১৯১৯ সন। ২ কন্যা জ্যোৎস্না-ময়ী জন্ম ইং ২২এ সেপ্টেম্বর ১৯২১। তৃতীয় পুত্র প্রভাতকুমারের জন্ম ইং ১৬ই জুলাই ১৯২৪ খৃঃ। ৪র্থ পুত্র প্রতাপকুমার ইং ২৭এ এপ্রেল ১৯০৬ খৃঃ জন্ম ৫। কন্যা শ্রীমতী মায়ার জন্ম ইং ২৮এ নভেম্বর, ১৯২৭ খৃঃ ও ষষ্ঠ পুত্র সৌমেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম বাং ২৯এ ফাল্গুন, ১৩৩৫ সাল।

শ্রীমতী মনোরমার শুভবিবাহ ডিম্‌লার জমিদার ৺যামিনীবল্লভ সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিষচন্দ্র সেনের সহিত ইং ২১এ এপ্রেল ১৯২৯ খৃঃ।

শ্রীমতী নবকুমারীর দেহত্যাগ বাং ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২৪ সন, শনিবার। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্রের দেহত্যাগ বাং ২৩এ পৌষ মঙ্গলবার, ১৩৩৬ সাল।

শ্রীমতী বিমলাসুন্দরী দাসী জীবনে নানাগুণের অধিকারিণী ছিলেন। গুরুজনে ভক্তিমতী, রোগীর পরিচর্য্যাপরায়ণা ও অসীম দয়াবতী ছিলেন। সংসারে কেহ জানিতে পারিত না এমন ভাবে দান করিতেন। অন্ততঃ মাসিক ২০৲ হিসাবে দান, গত ৩০ বৎসর যাবৎ চলিয়াছে। প্রত্যহ ৫টি ভদ্রসন্তানকে অন্ন দিয়া নিজে আহার

করিতেন। সদাই প্রফুল্ল অন্তর থাকিতেন। পরমারাধ্যা শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর গর্ভে কন্যা হয় নাই। বিমলসুন্দরীকে বধূরূপে পাইয়া মা সে দুঃখ একদিনের জন্যও অনুভব করেন নাই। বিবাহের পর হইতে জীবনে কখন জামা, সেমিজ ব্যবহার করেন নাই। কোন রকম বিলাসিতার প্রশ্রয় দেন নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অসুখ বাড়াবাড়ি দেখিয়া মনে বুঝিয়াছিলেন ও আমাকে সেই আসন্ন বিপদের কথা বলেন। মাত্র ১৩ দিন টাইফয়েড্ রোগে ভুগিয়া দেহত্যাগ করেন।

আমাদিগের যৌথ বিষয় ইং ২৩এ জুন, শুক্রবার ১৮৯৯ খৃঃ আপোষে হাইকোর্ট হইতে পার্টিশনের পর পরমারাধ্যা মাতা-ঠাকুরাণীর শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা করিবার বিশেষ বাসনা জন্মে। নানারূপ বাধাবিঘ্নের পর মাতাঠাকুরাণী স্বপ্নে দেখিলেন একটী ছোট কন্যা লাল পাড় কাপড় পরিয়া তাঁহার মাথার কাছে আসিয়া বলিলেন এত কাঁদ কেন আমিত এসেছি। আশ্চর্য্যের বিষয় পরমপূজনীয় ৺কুমুদকৃষ্ণ মিত্র ও ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় মাতাঠাকুরাণীকে বলেন কেবল এই আট দিন সময় আছে, পূজার আয়োজন কর। তাঁহাদের উৎসাহে বাং ১০ই কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩১২ সাল হইতে শ্যামাপূজা আরম্ভ হয়। বাং ১৪ই কার্ত্তিক ১৩৩৬ সালের শ্রীশ্রীশ্যামা-পূজার রাত্রি ১১টার সময় মার পূজা হইতেছে ও উঠানে বাগমারি রোডস্থ কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায় যখন এই গানটী "কেগো আমার মা কি এলি" গাহিতে ছিলেন—তখন আমার পরম বন্ধু ভক্ত হরিমোহন যিনি গত ১৫ বৎসর যাবৎ ৺মার পূজার বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম ভক্ত হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন দেখ, দেখ, মা যে নাচ্‌তে নাচ্‌তে উঠানময় বেড়াচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। পরদিন দেহত্যাগ করেন।

———